DEC. 21 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

১৭টি প্রেসের ভুয়া ব্যাংক সার্টিফিকেট সংক্রান্ত জালিয়াতি উদঘাটিত

পাঠ্যপুস্তক যাতে যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌঁছে সে জন্য বিভিন্ন চক্র সক্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পাঠ্যপুস্তক যাতে যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌঁছে সে জন্য বিভিন্ন চক্র তাদের ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে সরকার জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সিলেবাস বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ পুরনো বই নয়া মোড়কে চালিয়ে দেয়ার জালিয়াতি উদঘাটনের কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন নিজেই আবার উদঘাটন করলেন ১৭টি প্রেসের জালিয়াতি। সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রটি ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি (পিজি) দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৫০ হাজার রিম কার্গজ উত্তোলনের চেষ্টা করছিল। অপরদিকে গত বছরের ভুলে ভরা ৫৬ লাখ পুরনো বই শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার ঘটনাও ইতোমধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। সিলেবাস বহির্ভূত বই যাতে কোন অবস্থাতেই কোন চক্র সরবরাহ না করতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকে চিঠি দিয়েছে।

একটি প্রিন্টিং প্রেস ইতোমধ্যেই ১ হাজার রিম কাগজ উত্তোলন করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সরকার ৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে মতিঝিল থানায় মামলা করেছে। ১৩টি

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

পাঠ্যপুস্তক যাতে যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌঁছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসকে শোকজ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের ত্বরিত হস্তক্ষেপের ফলে একদিকে যেমন সরকারের সাড়ে ৩ কোটি টাকার কাগজ রক্ষা পায়;

অপরদিকে প্রাথমিক স্তরের লাখ লাখ শিশু বেঁচে যায় গত বছরের পুরাতন ও ভুলে ভরা বই থেকে। জালিয়াতি চক্রটি বেক্সিমকো গ্রুপের ৫৬ লাখ পুরাতন বই নতুন মোড়কে শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। গত ১৫ ডিসেম্বর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে প্রেসগুলোর জালিয়াতি ধরা পড়ে। এর আগে ১১ ডিসেম্বর রাতে প্রতিমন্ত্রী পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজারের একটি বাইন্ডিং কারখানা থেকে বেক্সিমকোর পুরাতন বই উদ্ধার করেন।

নতুন বছরের সংশোধিত ৮টি বইয়ের ১ কোটি ৩১ লাখ কপি মুদ্রণের কাজ দেয়া হয় ৭৫টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নামে। ৩৯টি প্রতিষ্ঠান যথারীতি কাজ করলেও ৩৬টি প্রেস বিভিন্ন অজুহাতে বিলম্ব করতে শুরু করে। ৩৬টির মধ্যে ১৭টি প্রেস শুরু করে টালবাহানা। এ ১৭টি প্রেসের নামে বরাদ্দ হয় ৫৬ লাখ বই। শেষ মুহূর্তে ১৭টি প্রেস ১২ ডিসেম্বর তাদের পারফরমেন্স গ্যারান্টি (পিজি) পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জমা দেয়। বোর্ডের হিসাব শাখা কয়েকজন প্রেস মালিককে কর্তৃপক্ষের সাথে কাগজ উত্তোলনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার ছাড়পত্র দেয়। ১৪ ডিসেম্বর সরকারী ছুটির দিনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে ১৭টি প্রেসকে আবারো তদন্তের নির্দেশ দেন। বোর্ড অফিস ১৭টি প্রেসকে পিজি প্রদানকারী সোনালী ব্যাংক উর্দু রোড শাখাকে বিষয়টি জানতে চাইলে ব্যাংক উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে কোন ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়নি বলে জানায়। ব্যাংক আরও জানায়, প্রেস মালিকগুলো যে পিজি দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুয়া। ১৫ ডিসেম্বর রাতে বোর্ড অফিসের কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করলে প্রতিমন্ত্রী প্রেসগুলোর বিরুদ্ধে এবং চক্রের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী বোর্ডের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, বছরের শুরুতে শিশুদের হাতে বই পৌঁছে দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর ১ জানুয়ারী বই দিতে পারলে প্রেস মালিকসহ বই মুদ্রণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতরাসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার বোর্ড সভায় ১৩টি প্রেসকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করেছে। ৪টির বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বোর্ড সভায় চেয়ারম্যান ডঃ শফিউর রহমান, মেম্বার (টেক্স) কবির মজুমদার, মেম্বার (কারিকুলাম) ও সচিব নাজিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।